''ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী''

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা নিজের সকল বাচ্চার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে পুলকিত হন। এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর এত সহজে প্রাপ্ত হয়, সারা কল্পে এমন ভাগ্য তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা ব্যতীত অন্য কারও নেই। শুধু তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা এই ভাগ্যের অধিকারী। এই ব্রাহ্মণ জন্ম তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছেই পূর্ব কল্পের ভাগ্য অনুসারে। জন্মই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের আধারে কারণ ব্রাহ্মণ জন্ম হয় স্বয়ং ভগবান দ্বারা। অনাদি বাবা আর আদি ব্রহ্মা দ্বারা এই অলৌকিক জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। সেই জন্ম কত সৌভাগ্যের, যে জন্ম ভাগ্যবিধাতার থেকে তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে! তোমরা এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে সদা স্মৃতিতে রেখে পুলকিত হও? স্মৃতি যেন সদা প্রত্যক্ষ-স্বরূপে থাকে, মনের মধ্যে সদা ইমার্জ করো। শুধু বুদ্ধিতে সমাহিত হয়ে থাকবে, এমন নয়। বরং প্রত্যেকটা আচরণে আর মুখমন্ডলে স্মৃতিস্বরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের অনুভব হবে এবং অন্যদেরও যেন এটাই প্রতীয়মান হয় যে এনার আচরণে মুখমন্ডলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কত রকমের ভাগ্য প্রাপ্ত হয়, তার লিস্ট সদা ললাটভাগে স্পষ্ট হোক। লিস্ট যেন শুধু ডায়রিতে না থাকে বরং ললাটমাঝে ভাগ্যের রেখা জ্যোতিষ্মান তা' দৃশ্যগোচর হতে হবে।

প্রথম ভাগ্য - জন্মই হয়েছে ভাগ্যবিধাতা দ্বারা। দ্বিতীয় বিষয় - এই ভাগ্য তেমন কোনও আত্মা বা ধর্মাত্মা, মহান আত্মার ভাগ্য নয়, যেখানে স্বয়ং এক ভগবানই বাবারূপেও আছেন, শিক্ষক হিসেবেও আছেন আর সদ্গুরু রূপেও আছেন। সারা কল্পে এমন কেউ আছে? একের দ্বারা বাবার সম্বন্ধ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, শিক্ষক রূপের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা আর পদপ্রাপ্তি, সদ্গুরুর রূপে মহামন্ত্র এবং বরদানের প্রাপ্তি হয়। উত্তরাধিকার হিসেবে সমুদয় ভান্ডারের অধিকার প্রাপ্ত করেছ। সমুদয় ভান্ডার আছে তো না। কোনো ভান্ডারের ঘাটতি রয়েছে? টিচারদের কোনো ঘাটতি রয়েছে? নিবাস স্থান বড় হওয়া চাই, ভালো-ভালো জিজ্ঞাসু চাই, এই অভাব আছে? নেই। নির্বিঘ্ন সেবা যত বাড়ে তো সেই সেবার সাথে সেবার সাধন সহজে আর আপনা থেকেই বেড়েই চলে।

বাবার দ্বারা উত্তরাধিকার এবং শ্রেষ্ঠ পরিপালন প্রাপ্ত হচ্ছে। পরমাত্ম-লালন কত উঁচু বিষয়! ভক্তিতে তারা গায় পরমাত্মা পালনহার। কিন্তু তোমরা ভাগ্যবান আত্মারা প্রতি কদমে পরমাত্ম-পালনার দ্বারাই অনুভব করো। পরমাত্মার শ্রীমতই পালনা। বিনা শ্রীমতে অর্থাৎ পরমাত্ম-পালনা ব্যতীত তোমরা এক কদমও উঠাতে পারো না। এমন পালনা শুধু এখনই প্রাপ্ত হয়, সত্যযুগেও পাওয়া যাবে না। সেটা দেব আত্মাদের পালনা আর এখন পরমাত্মার লালনপালনে চলছ তোমরা। এখন প্রত্যক্ষ অনুভবের সাথে তোমরা বলতে পারো যে, আমাদের পালনকর্তা স্বয়ং ভগবান। কি দেশে কি বিদেশে সব ব্রাহ্মণ আত্মা কিন্তু সগর্বে বলবে যে, আমাদের পালনকর্তা পরম আত্মা। এত নেশা থাকে তোমাদের! নাকি কখনো মার্জ হয়ে যায়, কখনো ইমার্জ হয়? জন্মানোর সাথে সাথেই অবিনাশী অসীম খাজানায় তোমরা পরিপূর্ণ হয়ে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকার নিয়ে নিয়েছ।

সেইসঙ্গে, জন্মানোর সাথে সাথেই ত্রিকালদর্শী পরম শিক্ষক তিন কালের পড়া কত সহজ বিধিতে পড়িয়ে থাকেন। কত শ্রেষ্ঠ এই পড়া আর যিনি পড়ান তিনিও কত শ্রেষ্ঠ! কিন্তু কা'দের পড়িয়েছেন? যাদের প্রতি দুনিয়ার কিছু মাত্র আশা নেই, তাদের মধ্যে আশা জাগিয়েছেন। না শুধু পড়িয়েছেন, বরং পড়া পড়ানোর লক্ষ্যই উঁচু থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করানো। পরমাত্ম-পাঠ দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করছ, এইরকম পদ সারা ওয়ার্ল্ডের সর্বাধিক উঁচু পদের তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ! অনাদি সৃষ্টিচক্রের ভিতরে দ্বাপর থেকে এখনও পর্যন্ত যা কিছু বিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমে রাজ-পদ সর্বশ্রেষ্ঠ পদ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমাদের রাজপদের তুলনায় সেই রাজপদ কী! সেটা কী শ্রেষ্ঠ? আজকালকার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পদ প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার। বড় থেকে বড় পঠনপাঠনের দ্বারা ফিলসফার হবে, চেয়ারম্যান হবে, ডিরেক্টর প্রমুখ হয়ে যাবে, বড় থেকে বড় অফিসার হয়ে যাবে। কিন্তু এই সব পদ তোমাদের সামনে কী! তোমাদের এক জন্মে জন্ম-জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হওয়ার পরমাত্ম-গ্যারান্টি আছে আর জাগতিক এক জন্মের সেই পঠনপাঠনের দ্বারা এক জন্মও পদপ্রাপ্ত করানোর কোনো গ্যারান্টি নেই। তোমরা কত ভাগ্যবান যে, পদও সর্বশ্রেষ্ঠ আর এক জন্মের পঠন-পাঠন এবং অনেক জন্ম পদের প্রাপ্তি! তাহলে এটা ভাগ্যই তো না! মুখমন্ডলে দৃশ্যগোচর হয়? আচরণে প্রতীয়মান হয়? কেননা, আচরণ থেকে মানুষের মনোগতি জানা যায়। তোমাদের আচরণ এমন হয় যাতে এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্থিতি প্রতিফলিত

হবে? নাকি এখনও তোমাদের সাধারণের মতো লাগে? কোনটা? সাধারণত্বে মহত্ব যেন দৃশ্যমান হয়। যখন তোমাদের জড় চিত্র এখনও পর্যন্ত মহত্বের অনুভব করায়। এখনও যে কোনো আত্মাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা সীতা-রাম কিম্বা যদি দেবী বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেও মহত্বের অনুভব করে লোকে মাথা ঝুঁকায়, তাই না। তারা জানেও যে, বাস্তবে এই নারায়ণ বা রাম এরা নেই, তারা নকল, তবুও সেই সময় তাদের মহত্বের সামনে মাথা নিচু করে, নমন-পূজন করে। কিন্তু তোমরা তো নিজেরাই স্বয়ং দেব-দেবীর আত্মা। তোমরা সব চৈতন্য মহান আত্মার দ্বারা কত মহত্বের অনুভূতি হওয়া উচিত! সেটা হয়? তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে মন থেকে নমস্কার যেন করে, হাত বা মস্তক দ্বারা নয়। বরং মন থেকে তোমাদের ভাগ্যের অনুভব করে নিজেরাও যেন খুশিতে নাচে।

এত শ্রেষ্ঠ পাঠের প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। লোকে অধ্যয়ন করেই এই জীবনের শরীর নির্বাহার্থে রোজগারের জন্য যাকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়ে থাকে। তোমাদের পাঠের দ্বারা সোর্স অফ ইনকাম কত হয়েছে? সম্পদশালী তো না? তোমাদের ইনকামের হিসেব কী? তাদের হিসেব হবে লাখে, কোটিতে। কিন্তু তোমাদের হিসেব কীভাবে হয়? তোমাদের ইনকাম কত? প্রতি কদমে পদম্। তাহলে, সারাদিনে কত কদম উঠাও আর কত পদম্ জমা করো? এত উপার্জন আর কা'র হয়? কত বড় ভাগ্য তোমাদের! সুতরাং এইভাবে নিজেদের পঠন-পাঠনের ভাগ্যকে ইমার্জ রূপে অনুভব করো। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তো বলে - আমি ব্রহ্মাকুমার অথবা ব্রহ্মাকুমারী তো হয়ে গেছি। কিন্তু ব্রহ্মাকুমার অথবা ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা মস্তকে ঝলমল করছে এমন যেন প্রতীয়মান হয়। এমন নয় যে, ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী তো হয়েছ, কিন্তু প্রাপ্ত হয়েই যাবে, কিছু না কিছু তো হয়েই যাবো, একসাথেই তো চলছি, তেমন তো হয়েই গেছি... হয়ে গেছ নাকি ভাগ্য দেখে উড়ছ? হয়ে তো গেছি, তেমনই তো হচ্ছি, একসাথেই চলছি... এই বোল কা'র? এটা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানের বোল? ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ যারা সুখানুভবে প্রীতি-ভালোবাসার জীবন যাপন করে। এমন নয় যে, কখনো বাধ্য-বাধকতায় আর কখনো ভালোবাসায়। যখন কোনো সমস্যা উৎপত্তি হয় তখন কী বলো? এমন হোক তো চাইনি, কিন্তু বাধ্য হয়েছি। ভাগ্যবান অর্থাৎ যার মধ্যে বশ্যতা (বাধ্যতা) শেষ, প্রেম-প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসার সাথে চলে। এটা তো চাই কিন্তু... এমন ভাষা ভাগ্যবান

ব্রাহ্মণ আত্মাদের থাকে না। বশ্যতা তাদের সামনে আসতে পারে না। বুঝেছ? নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য মার্জ (দুর্বল) করে রেখো না, ইমার্জ (প্রকাশ) করো।

তৃতীয় বিষয় - সদ্গুরু দ্বারা কোন্ ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে? প্রথমে তো মহামন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে। সদ্গুরুর থেকে কী মহামন্ত্র লাভ হয়েছে? পবিত্র হও, যোগী হও। জন্মাতেই এই মহামন্ত্র সদ্গুরু দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে আর এই মহামন্ত্রই সর্বপ্রাপ্তির চাবি, সব বাচ্চার প্রাপ্ত হয়েছে। "যোগী জীবন, পবিত্র জীবন"ই সর্বপ্রাপ্তির আধার, সেইজন্য এটা চাবি। যদি পবিত্রতা না থাকে, যোগী জীবন না হয় তাহলে অধিকারী হয়েও অধিকারের অনুভূতি করতে পারবে না, সেইজন্য এই মহামন্ত্র সব খাজানার অনুভূতির চাবি। এমন চাবির মহামন্ত্র সদ্গুরু দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য হিসেবে সকলের প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে সদ্গুরু দ্বারা বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। বরদানের লিস্ট তো অনেক লম্বা তো না! কত বরদান প্রাপ্ত হয়েছে? এত বরদানের ভাগ্য তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে যে পুরো ব্রাহ্মণ জীবন চালাতে পারো আর চালিয়ে যাচ্ছ। বরদানের লিস্ট কত তা' তোমরা জানো? তোমাদের উত্তরাধিকারও আছে, পড়াও আছে, মহামন্ত্রের চাবি আর বরদানের খনিও আছে। তাহলে কত ভাগ্যবান তোমরা! নাকি লুকিয়ে রেখেছ, পরে ভবিষ্যতে অন্তে খুলবে? বহুকাল ধরে যারা ভাগ্যের অনুভূতি করে অন্তেও তারা পদ্মাপদম ভাগ্যবান হিসেবে প্রত্যক্ষ হবে। এখন নয় তো অন্তেও নয়। যদি এখন হও তো অন্তেও হবে। এমন কখনো ভেবো না, সম্পূর্ণ তো অন্তে হতে হবে। সম্পূর্ণতার জীবন - এই অনুভব এখন থেকে আরম্ভ হবে তবে অন্তে প্রত্যক্ষ রূপে আসবে। এখন নিজের অনুভব হবে, অন্যদের অনুভূত হবে যারা তোমার কাছের সম্পর্কে এসেছে, তাদের অনুভব হোক আর অন্তে বিশ্বে প্রত্যক্ষ হবে। বুঝেছ?

বাপদাদা আজ সকল বাচ্চার ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা দেখছিলেন। বাবা যতখানি ভাগ্য দেখেছেন বাচ্চারা সদা ততখানির কম অনুভব করে। ভাগ্যের খনি সকলের প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ কার্যে প্রয়োগ করতে জানে আর কেউ কেউ জানে না। যতটা প্রয়োগ করতে পারে ততটা করে না। সকলেরই একরকম প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু খাজানা কার্যে প্রয়োগ করে বাবার সেই খাজানাকে নিজের খাজানা অনুভব করা - এতেই নম্বরক্রম হয়। বাবা ক্রমিক নম্বর দেননি, সবাইকে নম্বর ওয়ান দিয়েছেন, কিন্তু কার্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে নিজে নম্বর বানিয়ে ফেলেছে। বুঝেছ, নম্বর কেন হয়েছ? যত ইউজ করবে, কার্যে প্রয়োগ করবে, ততই বেড়ে যাবে। মার্জ করে যদি রেখে দাও তবে বাড়বে না আর নিজেও যদি অনুভব করতে না পারো তবে অন্যদেরও অনুভব করাতে পারবে না, সেইজন্য সে'সব তোমাদের আচার-আচরণে ও মুখে নিয়ে এসো।

বুঝেছ, কী করতে হবে? যে নম্বরই আসুক না কেন ভালো। ঠিক আছে, ১০৮-এ না হলে যদি ১৬ হাজারেও প্রাপ্ত হয়, কিছু তো হবে। কিন্তু ১৬ হাজারের মালা সদা জপ করা হয় না, কোথাও কোথাও আর কখনো কখনো জপ করা হয়। ১০৮-এর মালা তো সদা জপ করতে থাকে। এখন, আমি কে? এটা নিজেকে জানতে হবে। যদি বাবা বলেন কিম্বা অন্য কেউ বলে যে, তুমি ১৬ হাজারে আসবে তখন কী বলবে? মানবে? কোশ্চেন মার্ক শুরু হয়ে যাবে, সেইজন্য নিজেকে নিজে জানো - আমি কে? আচ্ছা!

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের, জন্ম হতে প্রাপ্ত পরমাত্ম-জন্ম অধিকারী সকল আত্মাদের, যারা বাবার দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার আর পরমাত্মার পালনা নেয়, সত্য শিক্ষক দ্বারা শ্রেষ্ঠ পাঠের শ্রেষ্ঠ পদ আর শ্রেষ্ঠ উপার্জন করে, সদ্গুরু দ্বারা মহামন্ত্র আর সকল বরদান প্রাপ্ত করে, এমন অতি শ্রেষ্ঠ পদ্মাপদম, যারা প্রতি কদমে জমা করে, সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

যথার্থ সেবা বা যথার্থ স্মরণের লক্ষণ হলো - নির্বিঘ্ন থাকা আর নির্বিঘ্ন বানানো

সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের গীত মনের মধ্যে আপনা থেকেই বাজে? এই গীত অনাদি অবিনাশী। একে বাজানোর দরকার হয় না, বরং আপনা থেকেই বাজে। সদা এই গীত বাজা অর্থাৎ সদাই নিজের খুশির খাজানাকে অনুভব করা। সদা খুশি থাকো? ব্রাহ্মণদের কাজই হলো খুশি থাকা আর খুশি বিতরণ করা। এই সেবাতে সদা বিজি থাকো? নাকি কখনো ভুলেও যাও? যখন মায়া আসে তখন কী করো? যত সময় মায়া থাকে সেই সময় পর্যন্ত খুশির গীত বন্ধ হয়ে থাকে? বাবার সাথ সদা থাকলে তো মায়া আসতে পারে না। মায়া আসার আগে বাবার সাথ থেকে আলাদা করে প্রথমে একলা বানায়, তারপরে আক্রমণ করে। যদি বাবা সাথে থাকেন তাহলে মায়া নমস্কার করবে, আক্রমণ করবে না। সুতরাং মায়াকে যখন খুব ভালো করে জেনে গেছ যে, সে শত্রু তখন আসতে দাও কেন? বাবার সাথ ছেড়ে দাও তো না, সেইজন্য মায়া আসার দরজা পেয়ে যায়। দরজায় ডবল লক লাগাও, একটা লক নয়। আজকাল একটা লক চলে না। তো ডবল লক হলো - স্মরণ আর সেবা। সেবাও নিঃস্বার্থ হতে হবে, সেটাই লক্। যদি নিঃস্বার্থ সেবা না হয় তাহলে সেই লক্ ঢিলা হয়ে যায়, খুলে যায়। স্মরণও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। যদি সাধারণ স্মরণ হয় তাহলেও সেটা লক্ বলা হবে না। সুতরাং সদা চেক করো - স্মরণ তো আছে, কিন্তু তা' সাধারণ নাকি শক্তিশালী স্মরণ? একইভাবে, সেবা তো করো, কিন্তু তা' নিঃস্বার্থ সেবা নাকি কিছু না কিছু স্বার্থ ভরা আছে? সেবা করেও, স্মরণে থেকেও যদি মায়া আসে তবে অবশ্যই সেই সেবায় এবং স্মরণে কোনও খামতি আছে।

সদা খুশির গীত গাওয়া শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা - এই স্মৃতির সাথে এগিয়ে চলো। নির্বিঘ্ন থাকা এবং অন্যদের নির্বিঘ্ন বানানোর লক্ষণ হলো যথার্থ যোগ এবং যথার্থ সেবা। নির্বিঘ্ন তোমরা, নাকি কখনো কখনো বিঘ্ন আসে? সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো পাস হয়ে যাও, কখনো একটু ফেল হয়ে যাও। যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন, তা'তে যদি কোনরকমের সামান্য ফিলিংসও উৎপন্ন হয় - এটা কেন, এটা কী... তাহলে সেই ফিলিং আসা মানেই বিঘ্ন। সবসময় এটা ভাবো যে, ব্যর্থ ফিলিংসের ঊর্ধ্বে যদি তোমরা থাকো এবং ফিলিং-প্রুফ আত্মা হও, তাহলে তোমরা মায়াজিত হয়ে যাবে। তবুও দেখ, তোমরা এখন বাবার হয়ে গেছ, বাবার হওয়া এটা কত খুশির ব্যাপার। কখনো স্বপ্নেও ভাবনি যে, ভগবানের এত সমীপ সম্বন্ধে হবে! কিন্তু এখন তোমরা তা' সাকারে হয়ে গেছ! তাহলে কী স্মরণে রাখবে? তোমরা সদা খুশির গীত গাও। এই খুশির গীত কখনও সমাপ্ত হতে পারে না।

টিচারের অর্থই হলো যারা নিজের ফিচার্স দ্বারা ফরিস্তার ফিচার্স অনুভব করায়। তোমরা এ'রকম টিচার? সাধারণ রূপ যেন দৃশ্যগোচর না হয়, সদা ফরিস্তা রূপ দৃশ্যমান হওয়া উচিত। কারণ, তোমরা টিচাররা নিমিত্ত তো না! সুতরাং যে নিমিত্ত হয় সে নিজে যা অনুভব করে তা' অন্যদেরও করায়। এটাও ভাগ্য যে তোমরা নিমিত্ত হয়েছ। এখন এই ভাগ্যের অনুভব নিজের মধ্যে বাড়াও আর অন্যদের অনুভব করাও। সবচাইতে বিশেষ বিষয় - অনুভাবী-মূর্ত হও।

বরদানঃ- উত্তরদায়িত্বের স্মৃতি দ্বারা সদা অ্যালার্ট থেকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন ভব

তোমরা বাচ্চারা প্রকৃতি আর মনুষ্যাত্মাদের বৃত্তিকে পরিবর্তন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত । কিন্তু এই উত্তরদায়িত্ব তখনই পূরণ করতে পারবে যখন তোমাদের বৃত্তি শুভ ভাবনা, শুভ কামনায় সম্পন্ন, সতোপ্রধান আর

শক্তিশালী হবে। উত্তরদায়িত্বের স্মৃতি তোমাদেরকে সদা অ্যালার্ট বানিয়ে দেবে। সব আত্মাকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দেওয়ানো, উত্তরাধিকারের অধিকারী বানানো এ'সব অনেক বড় দায়িত্ব, সেইজন্য কখনো গড়িমসি ভাব যেন না আসে, বৃত্তি যেন সাধারণ না হয়।

স্লোগানঃ- নিজের সব কর্ম দ্বারা আশ্রয়দাতা বাবাকে প্রত্যক্ষ করাও, তাহলে অনেক আত্মার সাগরতট (কিনারা) প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;